আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি

গবেষণা সিরিজ-৪০

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-2113-2

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২
তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে Common sense/আকল	২৪
৬	আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে আল কুরআন	২৬
	কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)	
	কোনো বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	২৭
৭	আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে আল হাদীস	৪১
৮	আল্লাহ প্রেরিত ক্ষুদে বার্তার (SMS) আলোকে নেওয়া সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার জন্য মানুষের করণীয়	৪৫
৯	শেষ কথা	৫৫

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

**বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির আদি পিতামাতা/আদম ও হাওয়া আ.-কে সৃষ্টির পর নাজ-নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ দেন। এবং নিষিদ্ধ গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেন। কিন্তু ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসে প্রতারিত হয়ে আদম ও হাওয়া আ. আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সাথে সাথে তাওবা করেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সে তাওবা কবুল করার পর জানিয়ে দেন যে– তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য দুনিয়ায় গিয়ে জীবনযাপন করতে হবে এবং ইবলিসও সাথে থাকবে। মহান আল্লাহর এ সিদ্ধান্তে মানবজাতির আদি পিতা-মাতা সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দেন, যুগে যুগে তাঁর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার তথ্য ধারণকারী কিতাব পৃথিবীতে যাবে। যারা সে কিতাব অনুসরণ করে চলবে তাদের কোনো ভয় ও চিন্তা থাকবে না (সুরা বাকারা/২ : ৩৮)। অন্যদিকে মহান আল্লাহ তাঁর কিতাব বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রসূল পাঠান। আর রসূলগণের কাছে ওহী হিসেবে কিতাব নিয়ে এসেছেন ফেরেশতা জিব্রাইল আ.।

মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা অনেক মানুষের নানাবিধ কারণে আল্লাহর কিতাবের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান থাকে না। যাদের জ্ঞান থাকে তাদের পক্ষেও জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর তথ্যের ভিত্তিতে করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা অধিকাংশ মানুষের আল্লাহর কিতাবের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ইবলিস শয়তান তথ্যসন্ত্রাস/ধোঁকাবাজির মাধ্যমে বিপথে নেওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা মানুষের পেছনে লেগে আছে। তাই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক– কিতাব ও নবী-রসূল পাঠানো ছাড়া সাধারণ মানুষের সাথে মহান আল্লাহ কি অন্য কোনো যোগাযোগের পথ খোলা রাখেননি? যুক্তি (Logic) বলে সরাসরি মহান আল্লাহর কাছ থেকে সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকার কথা। আর কুরআন ও সুন্নায় তা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত আছে। নানা কারণে এ বিষয়টি মানবসভ্যতার কাছে স্পষ্টভাবে আসেনি। বিষয়টি প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে পুস্তিকাটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আশাকরি মানবসভ্যতার জন্য পুস্তিকাটি ব্যাপক কল্যাণকর হবে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। আলোচ্য পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

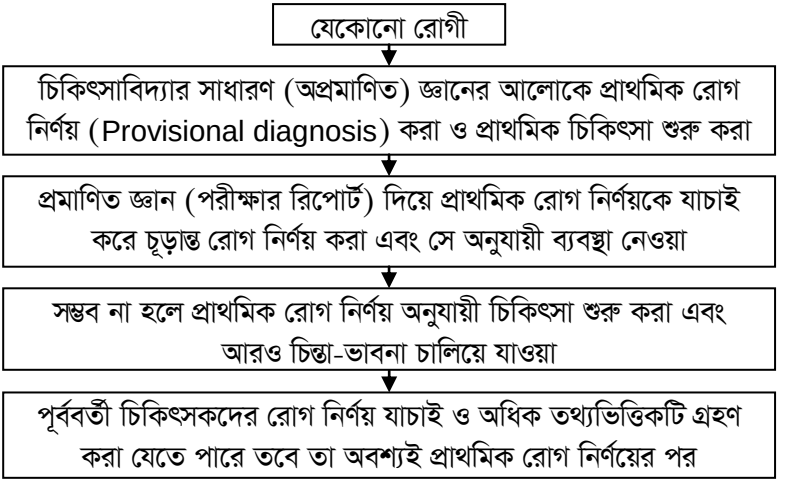

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

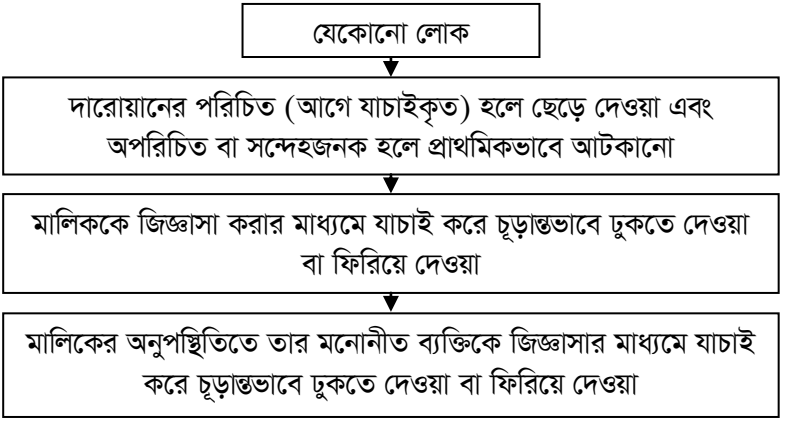

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

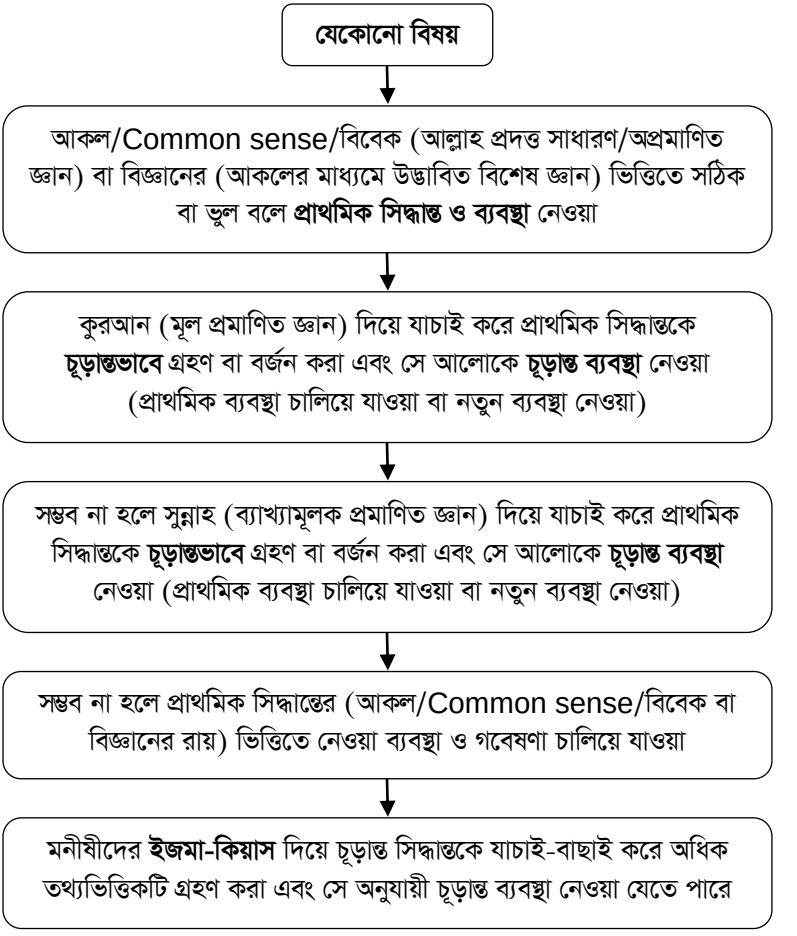

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর

ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবনবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের আকলের বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

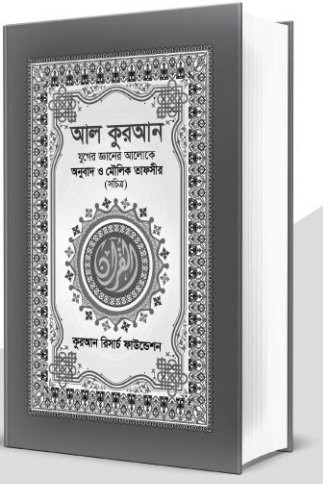

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়া মানবজীবনের জন্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আবহমান কাল ধরে এ বিষয়ে নানা ধরনের কথা মানবসমাজে চালু আছে। কুরআন ও সুন্নায় বিশেষ করে কুরআনে এ বিষয়ে অনেক তথ্য আছে। কিন্তু সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে সে সকল আয়াত ও হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যা/শিক্ষা মানবসমাজে প্রচার পায়নি। তাই চমৎকার এ বিষয়টির প্রকৃত কল্যাণও মানবসমাজ ভোগ করতে পারেনি। বর্তমানে বিভিন্ন দিকে মানবসভ্যতার জ্ঞান যে স্তরে পৌঁছেছে তাতে বিষয়টি ধারণকারী আয়াত ও হাদীস বোঝা অনেক সহজ হয়েছে। তাই মানবসমাজের ব্যাপক কল্যাণের আশা নিয়ে বিষয়টিতে কলম ধরা হয়েছে। যুক্তি/Logic, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বিষয়টি জানার চেষ্টা করা হবে।

বিষয়টি আমরা মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense/আকলের ভিত্তিতে, আল্লাহর জানানো নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে জানার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে Common sense/আকল

কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে Common sense/আকলকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle) ২টি–

১. Common sense/আকলকে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।

২. Common sense/আকলকে ইসলামের ঘরের আল্লাহর নিয়োগকৃত দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

মূলনীতি দুটি সামনে রেখে চলুন জানা ও পর্যালোচনা করা যাক, মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞানার্জন বা দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে Common sense/আকল কী বলে–

দৃষ্টিকোণ-১ : ভেবে দেখে উত্তর দেবো কথার দৃষ্টিকোণ

দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই উত্তর দেন বিষয়টি একটু ভেবে দেখি, পরে জানাবো। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটি প্রশ্নকারীকে উত্তরটি জানিয়ে দেন। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ঘটে তা পরে আসা কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে জানা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-২ : গবেষণা করার দৃষ্টিকোণ

যারা বিজ্ঞান ও কুরআন গবেষণা করেন তাদেরকে একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার পথপরিক্রমায় সঠিক না হওয়ার কারণে বার বার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়। কুরআন গবেষণা করতে গিয়ে আমার নিজের বেলায়ও এটি অনেকবার ঘটেছে। এ বিষয়টিও কীভাবে ঘটে তা পরে আসা কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে জানা যাবে।

দৃষ্টিকোণ-৩ : মৌমাছির দৃষ্টিকোণ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ . ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ....

তোমার রব মৌমাছির প্রতি **ওহী** করেন পাহাড়, গাছ ও যে মাচা তারা (মানুষ) তৈরি করে তাতে বাসা (মৌচাক) বাঁধার জন্য। অতঃপর প্রত্যেক ফল-ফুল থেকে কিছু কিছু খাও, তারপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ করো। ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৬৮-৬৯)

ব্যাখ্যা : মৌচাক তৈরি করা এবং ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে জমা করা ভীষণ সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ। আয়াতটি থেকে জানা যায়– মৌচাক তৈরি করা, ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা এবং মৌচাকে মধু জমা করার পদ্ধতি মহান আল্লাহ মৌমাছিকে **ওহী** করেন। আর ঐ পদ্ধতিকে মহান আল্লাহ সহজ বলে উল্লেখ করেছেন।

মৌমাছির কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। আবার মৌমাছিকে বিভ্রান্ত করার জন্য মহান আল্লাহ তার পেছনে কোনো শয়তানও লাগিয়ে রাখেননি। অন্যদিকে দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে মৃত্যুর পর মৌমাছির কোনো পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থাও আল্লাহ রাখেননি। তারপরও সকল মৌমাছি যেন তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন যথাযথভাবে করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে **ওহী** করেন। মৌমাছি তাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে সে **ওহী** বুঝে নিয়ে ও অনুসরণ করে মৌচাক তৈরি করে। তারপর ফুল হতে মধু সংগ্রহ করে এনে সেখানে জমায়। অর্থাৎ মৌমাছি মহান আল্লাহর প্রেরিত **ওহী** অনুসরণ করে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধন করে।

মানুষকেও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহান সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্য হলো– নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং তাতে বিশ্বাস রেখে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়' (গবেষণা সিরিজ-১) নামের বইটিতে।

মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মহান আল্লাহ তার পেছনে গভীর কুচক্রী শয়তানকে লাগিয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে মৃত্যুর পর মানুষের পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা আছে। তাই সকল মৌমাছির যেমন সরাসরি আল্লাহর কাছ হতে জ্ঞান লাভ করে জীবন পরিচালনার ব্যবস্থা আছে তেমনি সকল মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছ হতে সরাসরি জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা পাওয়ার একটি ব্যবস্থা থাকা যৌক্তিক তথা Common sense/আকল সম্মত।

আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে আল কুরআন

কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)
আমাদের গবেষণা মতে, কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle) ১০টি। যথা–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আর কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান এবং অন্য ৯টি মূলনীতির মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান হলো–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

কোনো বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নাহে) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো–

..... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– মানুষের মনে থাকা Common sense/ আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। সুতরাং এ আয়াত অনুযায়ী, একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense/আকলে আগে থেকে ধারণা থাকা– ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

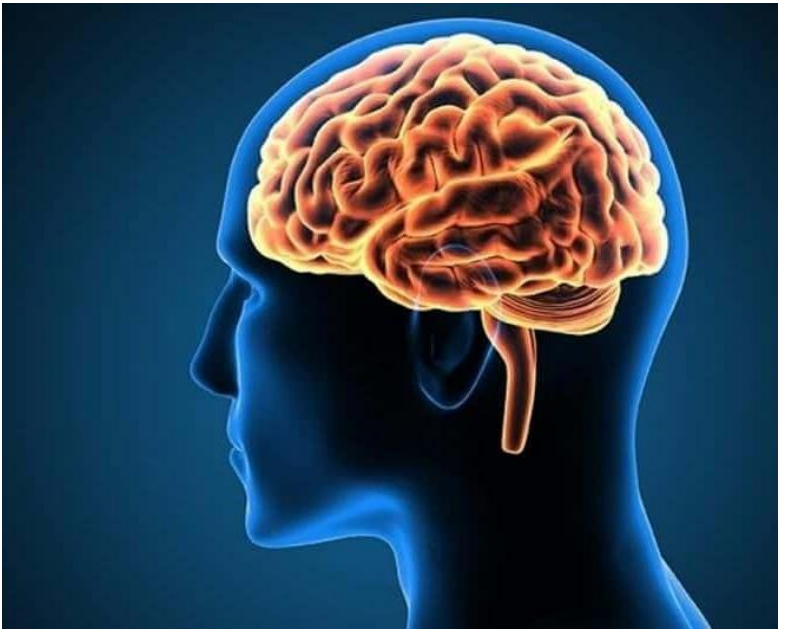

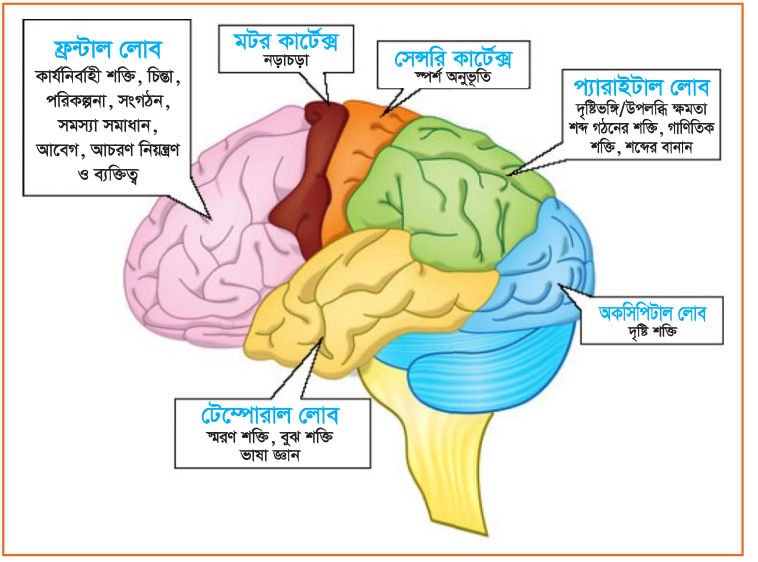

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বুঝার জন্য কিছু জ্ঞান আগে থেকে মাথায় থাকা প্রয়োজন। মানব সভ্যতার অতীত জ্ঞানে সে বিষয়গুলো মানুষের মাথায় ছিল না। তাই অতীতের মানুষেরা আলোচ্য বিষয়টি ধারণকারী কুরআনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন দিক দিয়ে মানব সভ্যতার জ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। সে সকল জ্ঞানের ভিত্তিতে পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বোঝা ও ব্যাখ্যা করা অনেক সহজ হয়েছে।

এ বিষয়সমূহ খেয়ালে রেখে চলুন এখন জানা ও পর্যালোচনা করা যাক মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞানার্জন বা দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে কী তথ্য আল কুরআনে আছে–

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ .....

অনুবাদ (‘ওহী’ শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনাসামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন। (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) শুধু ওহী-এর মাধ্যমে বা পর্দার

অন্তরালে থেকে অথবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন।

(সুরা শুরা/৪২ : ৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি সকল মানুষকে সামনে রেখে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষের শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনাসামনি কথা আদান-প্রদান হতে পারে না।

এরপর জানানো হয়েছে মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে–

১. 'ওহী'-এর মাধ্যমে।
২. পর্দার অন্তরালে থেকে।
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসূলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন এবং নবী-রসূলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং সেটির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের 'ওহী'-র মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বুঝা যায়, ঐ বিশেষ ধরনের 'ওহী' হলো– SMS বা ক্ষুদে বার্তা। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

তাই আয়াতটির ব্যাখ্যা বুঝতে যে সকল বিষয় জানা থাকতে হবে–

১. মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি।
২. আল্লাহর সার্ভারে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর)।
৩. মানুষের ব্রেইন কীভাবে কাজ করে তথা মানব শরীর বিজ্ঞান।

মোবাইল ফোনে SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি : SMS বা ক্ষুদে বার্তা পাঠাতে হয় কোনো একটি নাম্বারে যুক্ত থাকা মোবাইল সেট থেকে। মোবাইল সেট থেকে বার্তাটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে প্রথমে যায় উক্ত নাম্বারের স্যাটেলাইটের সার্ভারে (Server)। সার্ভার বার্তাটি

একই পদ্ধতিতে পাঠিয়ে দেয় বার্তাটির প্রাপকের নাম্বার যুক্ত থাকা মোবাইল সেটে। প্রাপকের সেটের পর্দায় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটি অক্ষর ও শব্দ আকারে ফুটে ওঠে। প্রাপক উত্তর দিলে সে উত্তর একই পদ্ধতিতে স্যাটেলাইটের সার্ভার (Server) হয়ে বার্তাটি যে ব্যক্তি পাঠিয়েছে তার মোবাইল সেটে চলে যায়।

অর্থাৎ SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে– দৃশ্যমান কোনো বস্তুকে (অক্ষর/ছবি/চিহ্ন) সেন্সরের সাহায্যে সিগন্যালে পরিবর্তন করা যায় এবং দূরবর্তী কোনো জায়গায় বিশেষ রিসিভশন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে (মোবাইল সেট) সিগন্যাল রিসিভ করে পর্দায় তা দেখা যায়। মোবাইল প্রযুক্তির এই ক্ষুদে বার্তার এক মোবাইল থেকে আরেক মোবাইলে যাওয়া পর্যন্ত সকল চলাচল হয় আল্লাহর তৈরি ও মানুষের উদ্ঘাটন (Discover) করা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ ও Quantum entanglement কর্মনীতি (Programme)অনুসরণ করে।

আল্লাহর সার্ভারে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর) : প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া ID নম্বর বা মোবাইল নম্বর হলো DNA (Deoxyribonucleic acid) নম্বর। এ নম্বর সকল মানুষের জন্য আলাদা আলাদা/অদ্বিতীয় (Unique)।

মানুষের ব্রেইন যেভাবে কাজ করে : মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো, মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) বিদ্যুতের একটি ওয়েভ (ঢেউ) তৈরি হয়। প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী ওয়েভটির ধরনও ভিন্ন হয়। ছবি দেখুন–

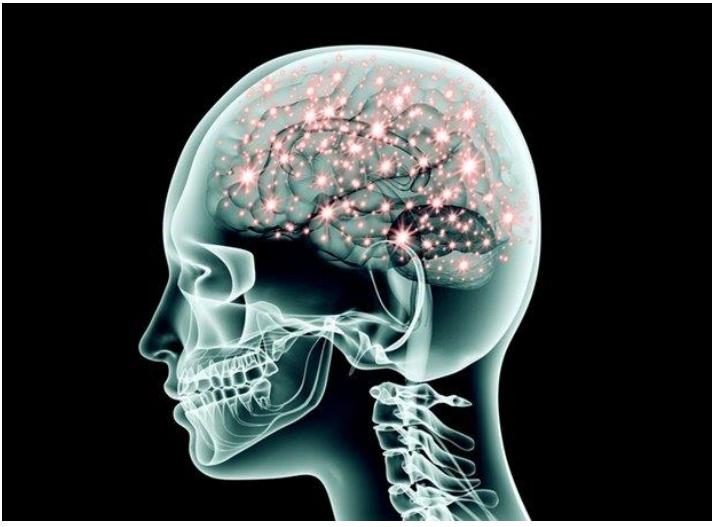

চিন্তা-ভাবনা করার সময় ব্রেইন হতে ওয়েভ বিচ্ছুরিত হওয়ার ছবি

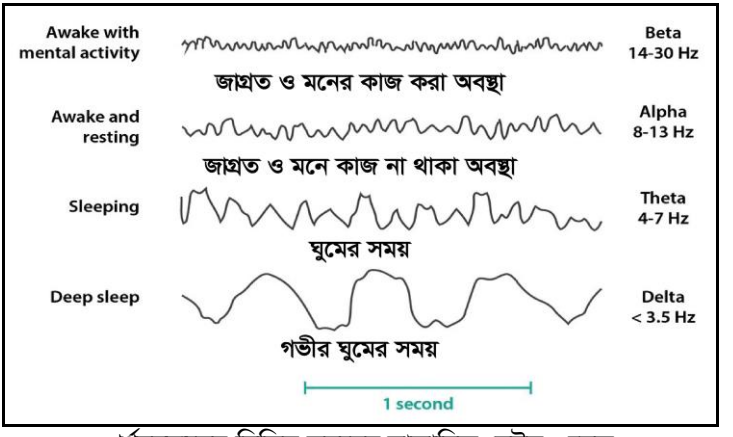

পূর্ণবয়স্কদের বিভিন্ন সময়ের স্বাভাবিক ব্রেইন ওয়েভ

স্বাভাবিক অবস্থার মনের কাজের ওয়েভ

মৃগী রোগীর মনের অবস্থার ওয়েভ

বর্তমানে ব্রেইন থেকে নির্গত বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি কী চিন্তা করছে তা বের করার যন্ত্রও মানুষ আবিষ্কার করে ফেলেছে। তবে তা প্রাথমিক অবস্থায় আছে।

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান পদ্ধতি : মোবাইল ফোনের SMS বা ক্ষুদে বার্তা আদান-প্রদান প্রযুক্তি, আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID নম্বর (মোবাইল নম্বর) এবং মানুষের ব্রেইন বিষয়ক উপর্যুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ সামনে থাকলে আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত সাধারণ মানুষের সাথে আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ ওহীর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো–

আল্লাহর সাথে মানুষের কথা আদান-প্রদান হয় SMS আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এ SMS আদান-প্রদান হয় আল্লাহর তৈরি করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার (Server) এবং মানুষের ব্রেইনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের মধ্যে। আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের সার্ভারে মানুষের জীবনে যত প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলো এবং তার উত্তরও মেমোরী/ডাটাবেজ আকারে দেওয়া আছে। মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) তৈরি হওয়া বিদ্যুতের ওয়েভ (ঢেউ) আল্লাহর তৈরি করে রাখা সার্ভারে চলে যায়। আল্লাহর সার্ভার ঐ ওয়েভ অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ (Analysis) করে বুঝতে পারে মানুষটি কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন ID নম্বর (DNA নম্বর) থেকে প্রশ্নটি এসেছে। সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ ID নম্বর ধারণকারী মানুষটির মনে ক্ষুদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়। মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বার্তা/জ্ঞান যাওয়া আসার পদ্ধতিটির নাম হলো Quantum entanglement। এখানে সময়ের পরিমাণ প্রায় শূন্য। অবশ্য এটি এখনো প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

আল্লাহর সাথে এই তথ্য আদান-প্রদানের ঘটনাটি হয় সম্পূর্ণ অতিপ্রাকৃতিকভাবে এবং ক্ষুদে বার্তা চলাচলকারী তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ ও Quantum entanglement পদ্ধতি তথা মোবাইল ক্ষুদে বার্তা (SMS) প্রদান এবং গ্রহণ পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতিতে।

তবে এই ক্ষুদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করার যোগ্যতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা আকল যার যত উৎকর্ষিত হবে সে ঐ ক্ষুদে বার্তা তত সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। আকল উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা/উদাহরণ ও সত্য কাহিনির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে।

ক্ষুদে বার্তার যে 'বুঝ' গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে না–

১. গ্রহণযোগ্য হবে– কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূরক বা অতিরিক্ত বুঝ।

২. গ্রহণযোগ্য হবে না– কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ।

তথ্য-২.১

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ .....

তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা হিকমাহ দান করেন। আর যাকে হিকমাহ দেওয়া হয় তাকে অতীব কল্যাণকর এক সম্পদ দেওয়া হয়।... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৬৯)

তথ্য-২.২

..... وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ .....

... ... আর তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামত এবং তিনি তোমাদের প্রতি যে কিতাব ও হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ (জ্ঞান) দেন তা স্মরণ করো। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৩১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বোঝার জন্য ২টি বিষয় মনে রাখতে হবে–

১. আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় কোনো কিছু হওয়ার অর্থ হলো– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন/বিধান) অনুসরণ করে চেষ্টা করার ফলে হওয়া।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকল অনুযায়ী 'হিকমাহ' (প্রজ্ঞা/বিচক্ষণতা/অন্তর্দৃষ্টি) হলো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উৎকর্ষিত হওয়া অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।

প্রথম আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে চেষ্টা করার ফলে মানুষ 'হিকমাহ' পায়। আর দ্বিতীয় আয়াতটি থেকে জানা যায়– 'হিকমাহ' অবতীর্ণ হয়। তাই আয়াত দুটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী চেষ্টা করলে 'হিকমাহ' নাযিল হয়। অর্থাৎ Common sense/আকল উৎকর্ষিত হলে অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উৎকর্ষিত হয়।

তাহলে ১ ও ২ নং তথ্যের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে বলা যায়–

১. একজন মানুষকে প্রথমে কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে তার Common sense/আকলের অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা উৎকর্ষিত করতে হবে।

২. তারপর সে যখন কোনো নতুন বিষয় অনুধাবন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে তখন তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয় এবং তাকে সে প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হয়।

৩. প্রশ্নগুলো আল্লাহর সার্ভারে (Server) চলে যায়। Quantum entanglement পদ্ধতি অনুযায়ী প্রায় শূন্য সময়ের মধ্যে আল্লাহর সার্ভার হতে তার Common sense/আকলে থাকা জ্ঞান ব্যবহার করে এবং দরকার হলে নতুন জ্ঞান যোগান দিয়ে ব্যক্তির ব্রেইনে প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার ক্ষমতা অবতীর্ণ করা/যোগান দেওয়া হয়। এ তথ্যটি ব্যাখ্যামূলকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পরের তথ্যগুলোর মাধ্যমে।

তথ্য-৩

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ .

আর আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, (তখন বলে দাও) নিশ্চয় আমি অতি কাছে। আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেই যখন সে আমাকে প্রশ্ন করে। সুতরাং তারাও যেন আমার কথার উত্তর দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়।

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন বলে দাও) আমি অতি কাছে' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহর তৈরি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করার যন্ত্র, মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সার্ভার (Server) ইত্যাদি মানুষের অতি কাছে। অর্থাৎ আল্লাহর সার্ভার থেকে মানুষের মনে উদয় হওয়া প্রশ্নের উত্তর তাদের ব্রেইনে পৌছে যায় প্রায় শূন্য সময়ে (According to the theory of Quantum entanglement)।

'আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেই যখন সে আমাকে প্রশ্ন করে' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহ সার্ভারের (Server) মাধ্যমে মানুষের মনে জাগা সকল প্রশ্নের উত্তর দেন।

'সুতরাং তারাও যেন আমার (কথার) উত্তর দেয়' অংশের ব্যাখ্যা : মানুষেরা যেন আমার জানানো আদেশ, নিষেধ, উপদেশ পালন করার মাধ্যমে আমার বক্তব্যের উত্তর দেয়।

'এবং আমার প্রতি ঈমান আনে' অংশের ব্যাখ্যা : ঈমান অর্থ জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা হলো– মানুষকে আমার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ নির্ভুলভাবে জানার জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং তাতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

'যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– উল্লিখিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করলে মানুষ জীবন চলার সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।

তথ্য-৪

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে/প্রশ্ন করে যা তোমাদের জীবন দান করে (জীবনের জন্য কল্যাণকর) তখন তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া/উত্তর দেবে। আর জেনে রেখো– আল্লাহ মানুষ (মানুষের ব্যক্তি সত্তা) ও তার মনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। আর নিশ্চয় তারই কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

(সুরা আনফাল/৮ : ২৪)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে যারা ঈমান এনেছো! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে ডাকে/প্রশ্ন করে যা তোমাদের জীবন দান করে (জীবনের জন্য কল্যাণকর) তখন তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া/উত্তর দেবে' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশে ঈমানদারদের রসূল স.-এর ডাক বা প্রশ্নের সাড়া বা উত্তর দিতে বলা হয়েছে।

'আর জেনে রেখো– আল্লাহ মানুষ (মানুষের ব্যক্তি সত্তা) ও তার মনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশে ঈমানদারদের রসূল স.-এর ডাক বা প্রশ্নের সাড়া বা উত্তর দেওয়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য মহান আল্লাহর অবস্থান জানানো হয়েছে। সে অবস্থান হলো– মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও মনের মধ্যবর্তী স্থান।

আল্লাহর অবস্থান বলতে বুঝানো হয়েছে মহান অল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক অবস্থান। মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও মনকে যেমন আলাদা করা যায় না তেমনি মানুষের মন ও অল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক অবস্থানকে আলাদা করা যায় না। বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে বলা হয় Quantum entanglement। তাই মনে উদয় হওয়া প্রশ্নের উত্তর মহান আল্লাহর কাছ হতে মানুষ প্রায় শূন্য সময়ে পেয়ে যায়।

তথ্য-৫

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ .

বলো, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়াও অতঃপর তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকো। (বুঝতে পারবে) তোমাদের সঙ্গী আদৌ পাগল নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।

(সুরা সাবা/৩৪ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে রসূল স.-কে যে সকল কাফিররা পাগল, যাদুকর ইত্যাদি বলতো তাদেরকে মহান আল্লাহ দুই-দুইজন অথবা এক-একজন করে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ভাবতে বলেছেন। তারপর বলেছেন ভাবলেই তারা বুঝতে পারবে রসূল স. পাগল নন। এ হতে বোঝা যায়– কোনো কিছু নিয়ে ভাবলে সেটি বুঝা বা জানার বিষয়টি ঘটে মহান আল্লাহর কাছ হতে জ্ঞান বা তথ্য আসার মাধ্যমে।

তথ্য-৬

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ . فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ .
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ .

(সুরা লাইল/৯২ : ৪-১০)

আয়াতভিত্তিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ.

অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

ব্যাখ্যা : মানুষের জ্ঞান, কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ.

অতঃপর যে দান করলো ও আল্লাহ-সচেতন হলো।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়া কথাটির ব্যাখ্য হলো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া।

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ.

আর উত্তমকে সত্য প্রতিপন্ন করল।

ব্যাখ্যা : উত্তম বলতে বোঝানো হয়েছে– ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– আর ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্য প্রতিপন্ন করল।

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ.

অতঃপর শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো সহজটিকে।

ব্যাখ্যা : সহজটি বলতে বোঝানো হয়েছে– ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্রই ঐ ধরনের মানুষ আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী, আমার সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার মনে জাগা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আর এটি ঘটবে প্রায় শুন্য সময়ের মধ্যে (Quantum entanglement)। ফলে তার জন্য সহজ জীবন-ব্যবস্থা ইসলামের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

আর যে কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ/বেপরোয়া মনে করলো।

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ

আর উত্তমটিকে মিথ্যা অভিহিত করলো।

ব্যাখ্যা : ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ.

শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো কঠিনটিকে।
ব্যাখ্যা : কঠিনটি হলো– অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থা। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্রই ঐ ধরনের মানুষ আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমার সার্ভার (Server) হতে ক্ষুদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তার মনে জাগা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আর এটি ঘটবে প্রায় শুন্য সময়ের মধ্যে (Quantum entanglement)। ফলে তার জন্য অনৈসলামিক জীবন-ব্যবস্থার পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

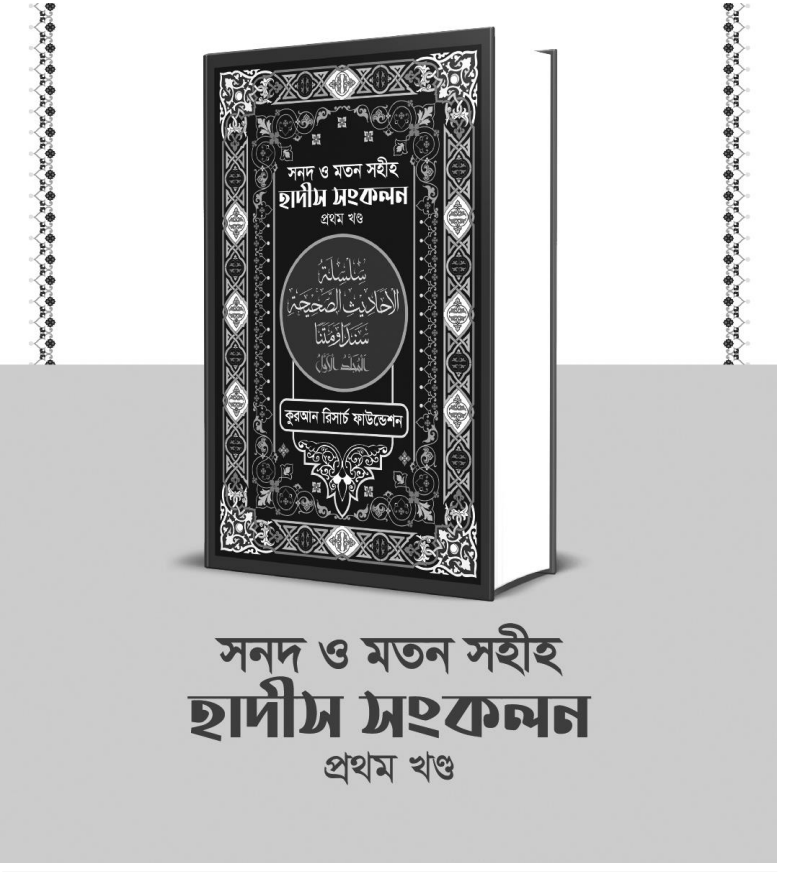

আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে আল হাদীস

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি ৪টি–

১. সঠিক হাদীস (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে; বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. সঠিক হাদীস, সঠিক Common sense-এর (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।
৪. সঠিক হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না।

এ মূলনীতিসমূহ খেয়ালে রেখে চলুন এখন জানা ও পর্যালোচনা করা যাক– মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞানার্জন বা দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিষয়ে কী তথ্য সনদ ও মতন সহীহ হাদীসে আছে–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...حَدَّثَنَا قُتَيْبَة ... ...عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- গ্রন্থসমূহ–
  ১. বুখারী, হাদীস নং- ১১০৯
  ২. আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং- ৭০৩
  ৩. বাইহাকী, হাদীস নং- ১০৬০১
  ৪. নাসাঈ, হাদীস নং- ১০৩৩২
  ৫. আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪০
  ৬. তিরমিযী, হাদীস নং-৪৮০।
  ৭. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন : ১ম খণ্ড, হাদীস নং- ২৬২

অংশভিত্তিক অনুবাদ

ইমাম বুখারী রহ. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ،

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন– রসূল স. আমাদেরকে সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন।

শিক্ষা :

১. ইস্তিখারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
২. কুরআন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর জানানো জ্ঞান পাওয়া যায়। ইস্তিখারার মাধ্যমেও বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ হতে জ্ঞান পাওয়া যায়।

يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ،

তিনি বলেছেন– তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।

ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

অতঃপর এ দু'আ পড়ে– হে আল্লাহ্! আমি (এ কাজটির বিষয়ে) আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি।

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ،

আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি।

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ،

কারণ, আপনি (সকল) ক্ষমতা রাখেন, আমি রাখি না। আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،

হে আল্লাহ্! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে, তাহলে আমার জন্য ওটার (সফল হওয়ার) প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন (জানা, বুঝা ও অনুসরণ করা) সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন।

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ،

আর আপনি যদি মনে করেন বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা হতে দূরে রাখুন (আমাকে তা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান দিন)।

وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي

অতঃপর আমার জন্য কল্যাণ লাভের প্রোগ্রাম (জানা, বোঝা ও অনুসরণের) ব্যবস্থা করুন তা যেখানেই থাকুক না কেন এবং আমকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করুন।

قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

তিনি বলেছেন– هَذَا الأَمْرَ কথাটির স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায়–

১. ইস্তিখারা সালাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো– কোনো একটি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কল্যাণকর হবে কি না সেটি তিনকালের জ্ঞানের আধার আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে জেনে নেওয়া।

২. অতঃপর কাজটি শুরু করলে তাতে সফল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর যে প্রোগ্রাম নির্ধারণ করা আছে তা জানা-বোঝার জন্য দিকনির্দেশনা চাওয়া।

৩. কাজটি বাস্তবায়নের জন্য যেখানে যে ধরনের শক্তি দরকার তা লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

৪. কাজটি কল্যাণকর না হলে সেটি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া এবং কল্যাণকর অন্য কোনো কাজ করার দিকে মনকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া।

আল্লাহ প্রেরিত ক্ষুদে বার্তার (SMS) আলোকে নেওয়া সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার জন্য মানুষের করণীয়

মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ঐ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিক হওয়ার ওপর নির্ভর করে মানুষের অনেক কাজের সফলতা। অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সফলতা। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি মহান আল্লাহর সার্ভার হতে মানুষের কাছে প্রতিনিয়ত ক্ষুদে বার্তা (SMS) আকারে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা আসে। আর এ ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রেখেছেন মানুষকে জীবন পরিচালনায় সহায়তা করা জন্য। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি মানুষের বেশ সিদ্ধান্ত ভুল হয়। তাই জীবনে নেওয়া সকল বা অধিকাংশ সিদ্ধান্ত যাতে সঠিক হয় সে জন্য কী করতে হবে তা জানা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। আমরা এখন এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

যুক্তি/Logic

দুটি উদাহরণ পর্যালোচনা করলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে–

বর্তমান যুগের কম্পিউটার একটি যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি। এ যন্ত্রটি আবিষ্কার হওয়ার পর জ্ঞান সম্পর্কিত অনেক বিষয় বোঝা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। প্রকৌশলীগণ তৈরি করার সময় একটি বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Analytic power/Processor) ও কর্মনীতি (Programme) কম্পিউটারে সংযোজন করে দেন। ঐ বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও কর্মনীতির ভিত্তিতে কম্পিউটার বেশ কিছু কাজ সঠিকভাবে করে দিতে পারে। কিন্তু সকল বিষয় সমাধান করতে পারে না। **তবে,** নতুন জ্ঞান তথা নতুন তথ্য-উপাত্ত বা ডাটা উক্ত Memory-তে যুক্ত করলে RAM উক্ত তথ্য উদ্ধার করতে পারে এবং ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কম্পিউটার সঠিক ফলাফল দিতে পারে। অর্থাৎ কম্পিউটারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং যন্ত্রটি নতুন বিষয়ের সমাধান দিতে পারে। আবার ভুল জ্ঞানের (Virus) কারণে কম্পিউটারের ক্ষমতা কমে যায়।

বর্তমান যুগের মানব শরীর বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনে থাকা Common sense/আকলও জন্মগতভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছ হতে পাওয়া একটি জ্ঞানের শক্তি। এ জ্ঞানের শক্তিটিরও একটি বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও কর্মনীতি (Programme) মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। এ শক্তিটি তার সৃষ্টিগতভাবে পাওয়া বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor)-কে কাজে লাগিয়ে যাচাই-বাছাই করে অনেক বিষয়ের সঠিক রায় দিতে পারে। কিন্তু সকল বিষয় যাচাই করার ক্ষমতা সৃষ্টিগতভাবে শক্তিটিকে দেওয়া হয়নি। আবার দেখা যায়– একই বিষয়ে এক ব্যক্তির Common sense/আকলের রায় সঠিক কিন্তু অন্য একজনের রায় ভুল। অর্থাৎ শক্তিটি অবদমিত হয়। সঠিক বা ভুল রায় নির্ভর করে মানুষের মনে থাকা সঠিক বা ভুল তথ্য-উপাত্ত বা জ্ঞানের ওপর।

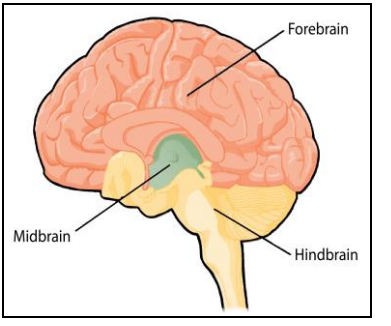

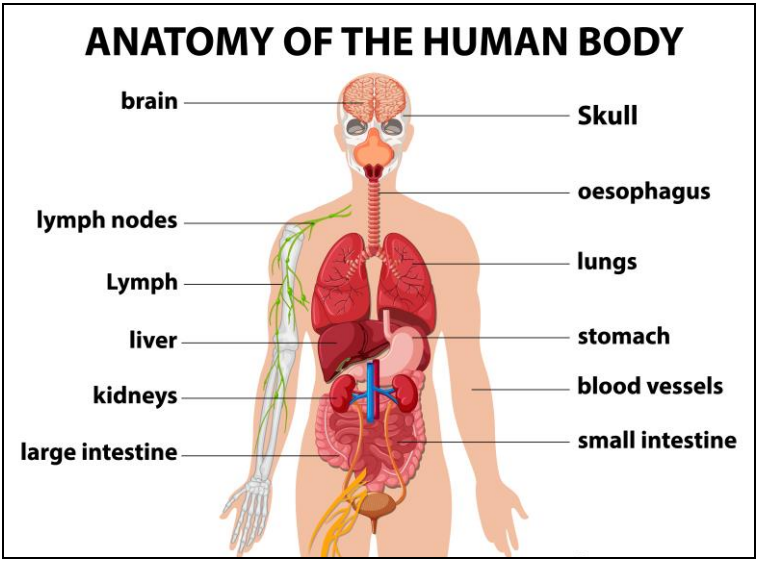

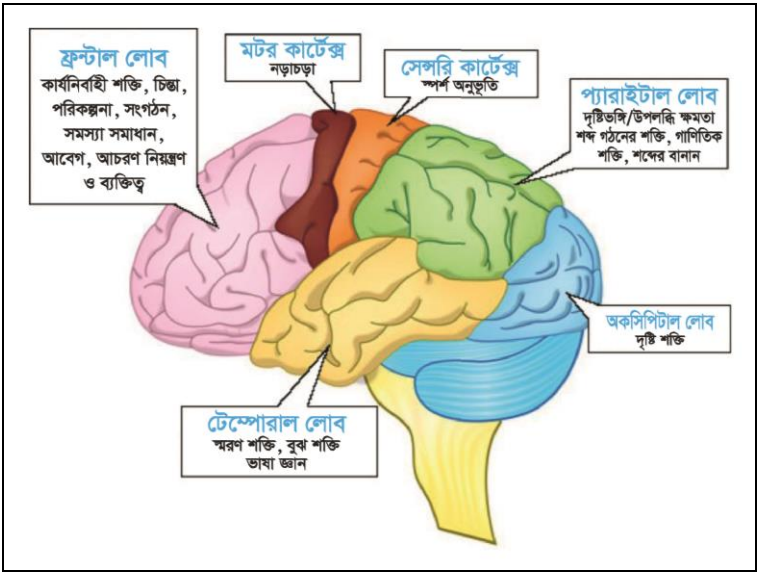

তাহলে কম্পিউটার ও মানব ব্রেইনের উদাহরণের ভিত্তিতে বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিটি সকল মানুষের কাছে আছে। তাই এ শক্তিটিকে যদি মহান আল্লাহর কাছ হতে আসা ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার ব্যাপারে ব্যবহার করা উপযোগী হয় তবে সকল মানুষের জন্য তা উপকারে আসবে।

তবে শক্তিটির সমস্যা হলো–

১. সকল বিষয় যাচাই করার ক্ষমতা শক্তিটিকে সৃষ্টিগতভাবে দেওয়া হয়নি।

২. শক্তিটি ভুল শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি দিয়ে অবদমিত হয়। তাই এটির সকল রায় সঠিক হয় না।

শক্তিটির উল্লিখিত দুটি সমস্যার উত্তরণ হতে পারে যদি–

১. শক্তিটিকে উৎকর্ষিত করে এমন পর্যায়ে যাওয়া যায় যে, এটি আল্লাহর কাছ হতে আসা সকল ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করে।

২. শক্তিটির দেওয়া রায় নির্ভুল হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।

এখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখবো, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলের উল্লিখিত দুটি যোগ্যতা পাওয়ার কোনো দিক নির্দেশনা কুরআন বা সুন্নায় আছে কি না।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি Common sense/ আকল)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense/আকলকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (Common sense/আকলকে) অবদমিত করবে। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নং আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার শক্তি Common sense/আকল দিয়েছেন।

৯ নং আয়াতটিতে বলা হয়েছে– অবশ্যই সে সফল হবে যে Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করবে। এ সফলতার কারণ হলো– Common sense/আকল উৎকর্ষিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। ফলে তার আমল সঠিক হবে। তাই সে সফল হবে।

১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে– অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে Common sense/আকলকে অবদমিত করবে। এ ব্যর্থতার কারণ হলো– Common sense/আকল অবদমিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। ফলে তার আমল ভুল হবে। তাই সে ব্যর্থ হবে।

♣♣ তথ্যটির আয়াতগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত হয় বা উৎকর্ষিত ও অবদমিত করা সম্ভব।

তথ্য-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ

রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও **সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী**।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে– কুরআন হলো সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

♣♣ ১ ও ২ নং তথ্যের আয়াতগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে যদি কুরআনের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত করা যায় তবে সে Common sense/আকল মহান আল্লাহর কাছ হতে আসা ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার মানদণ্ড হতে পারে।

তথ্য-৩.১

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ এবং মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশনা, অনুগ্রহ এবং সুসংবাদ।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

তথ্য-৩.২

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

আমরা কিতাবে (আল কুরআনে) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি।
(সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে পজিটিভ ও নেগেটিভাবে উপস্থাপন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুরআনে ইসলামের সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ আছে। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানব জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় কুরআনে নেই। যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের খুঁটিনাটি (নফল) বিষয়গুলো কুরআনে নেই। আবার পোশাকের ডিজাইন, টুপি বা পাগড়ী মাথায় দেওয়া, দাড়ি রাখা ইত্যাদি আমলের কথাও কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই।

তাই এ দুটি আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানব জীবনের সকল দিকের মৌলিক বিষয়গুলো কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সে দিকগুলো হলো– ধর্ম, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি। আর এ বিষয়গুলোর কিছু জানানো হয়েছে বিস্তারিতভাবে, কিছু সংক্ষিপ্তভাবে এবং কিছু ইঙ্গিতে।

♣♣ ১, ২ ও ৩ নং তথ্যের আয়াতগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে আল কুরআনের সকল জ্ঞান/তথ্য সরবরাহ করা যায় তবে সে Common sense/আকল স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন উৎকর্ষিত হবে যে, সেটি মহান আল্লাহর কাছ হতে আসা সকল মৌলিক ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার মানদণ্ড হবে (আকলে সালিম/মাহমুদ)।

তথ্য-৪.১

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবি ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা Common sense-কে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।
(সুরা ইউসুফ/১২ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল করা হয়েছে যাতে মানুষ তা পড়ে জ্ঞানভান্ডার বাড়িয়ে Common sense-কে উৎকর্ষিত করে কাজে লাগাতে পারে।

তথ্য-৪.২

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

নিশ্চয় আমরা এটিকে বানিয়েছি আরবি কুরআন যাতে তোমরা Common sense-কে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৩)

ব্যাখ্যা : আগের আয়াতের অনুরূপ।

তথ্য-৪.৩

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

আরবি ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা (কাঠিন্য/চতুরতা) নেই, যাতে তারা (আল্লাহ) সচেতন হতে পারে।

(আয যুমার/৩৯ : ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে–

১. আরবি ভাষার কুরআনে কোনো কাঠিন্য/চতুরতা নেই।
২. এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষকে আল্লাহ-সচেতন করার জন্য।

স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া বলতে বোঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় জানা ও মানা। আল্লাহ-সচেতন কথাটির ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও মানা। আল্লাহ সম্পর্কিত সকল মৌলিক বিষয় জানার একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন।

তাই সহজে বলা যায়, আয়াতটির প্রধান শিক্ষা হলো– মানুষকে কুরআনের জ্ঞানের ভিত্তিতে Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করে অধিক আল্লাহ সচেতন হতে হবে। অতঃপর ঐ উৎকর্ষিত Common sense/ আকল ব্যবহার করে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

তথ্য-৫

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا.

এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এবং তাতে বিভিন্ন ধরনের সতর্কতামূলক তথ্য বর্ণনা করেছি যাতে তারা সচেতন হয় অথবা এটা তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়/তথ্য সরবারাহ করে।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৩)

ব্যাখ্যা : الْوَعِيدِ শব্দটির একটি অর্থ হলো– সতর্কতামূলক তথ্য। তাই আয়াতটির মাধ্যমে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল কুরআনে বিভিন্ন ধরনের সতর্ককারী তথ্য আছে।

আয়াতটির শেষে আল কুরআনে বিভিন্ন ধরনের সতর্ককারী তথ্য উপস্থাপন করার কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সে কারণ হলো–

১. সেগুলো হতে শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞানভান্ডার বাড়িয়ে মানুষ যেন তার জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে উৎকর্ষিত করতে পারে।
২. কুরআন তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়/তথ্য সরবারাহ করে।

♣♣ উল্লিখিত ৫টি তথ্যের আয়াতসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়– জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকলকে আল কুরআনের সকল জ্ঞান/তথ্য সরবরাহ করতে পারলে সে Common sense/আকল স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন উৎকর্ষিত হবে যে সেটি মহান আল্লাহর কাছ হতে আসা সকল মৌলিক ক্ষুদে বার্তার (SMS) সঠিকত্ব যাচাই করার মানদণ্ড হতে পারে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজেব বিন ওয়ালীদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা.

বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯২৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায়– প্রত্যেক মানব শিশু আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন বুনিয়াদি Common sense/আকল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ সেটিকে পরিবর্তন করে তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ Common sense/ আকল অবদমিত হয়। যেটি অবদমিত হয় সেটি উৎকর্ষিতও হয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ...حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ... ... ...عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আলী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস রা. বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী রা.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-২৯০৬।
- এ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : 'তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' অংশের ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান দিয়ে উৎকর্ষিত Common sense/আকল অন্যগ্রন্থ (হাদীস, ফিক্‌হ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) বা সমাজে চালু থাকা যেকোনো কথা যাচাই করে গ্রহণ/বর্জন করার মানদণ্ড হবে।

শেষ কথা

সুধী পাঠকবৃন্দ! পুস্তিকার তথ্যগুলো জানার পর আশাকরি বুঝতে পেরেছেন যে- মহান আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ সকল মানুষের আছে। অতীতে মানব সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন ও সুন্নাহর তথ্যগুলোর সঠিক মর্ম বুঝা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমানে এটি কঠিন নয় যদি কুরআন, সুন্নাহ, মানব শরীর বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকে। সাথে সাথে Common sense/আকলকেও যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়। আশাকরি পুস্তিকাটি মুসলিম জাতি ও মানব সভ্যতার ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনবে।

মু'মিন ভাইয়ের লেখার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া পাঠকের দায়িত্ব। আর লেখকের দায়িত্ব সঠিক হলে তা গ্রহণ করা। আপনাদের দোয়া চেয়ে এখানেই শেষ করছি। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী ব্যাকরণ
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবনবিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর**, মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত

২০০ শব্দের

সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

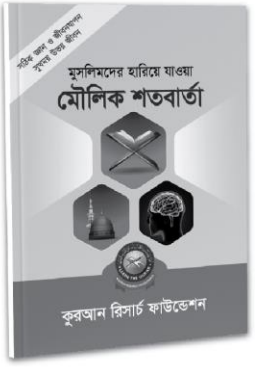

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১